ওঁ মা

টুসু সঙ্গীত (প্রেম মাধুর্য্য)

রচয়িতা—কবি শ্রীসুধীরচন্দ্র মাহাত।

সহযোগিতায়—যামিনীকান্ত মাহাত।

প্রকাশক—জিতেন্দ্রনাথ মাহাত।

সংশোধক—সুদর্শন মাহাত।

সর্ব্ব সাং—উচালী। পোঃ—কেতিকা। জেঃ—পুরুলিয়া

সন ১৩৮২ সাল।

সুরশিল্পী—ভীষ্মজিৎ মাহাত।

প্রচারকগণ—লম্বোদর মাহাত, নিরঞ্জন মাহাত,
অলিকা কালিন্দী। সর্ব্ব সাং—উঁচালী।
পোঃ কেতিকা। জেলা পুরুলিয়া [পঃ বঃ]

সুনীতি প্রেস, পুরুলিয়া। মূল্য—৩০ পয়সা

॥ শ্রীশ্রীদুর্গামাতা বন্দনা ॥

রং— দশভুজা সিংহ বাহিনী
নমঃ নমঃ মা ত্রিনয়ণী।
ভক্তি ভক্তি আর মিনতি আমি মাগো না জানি
কেবল ভরসা মাগো রাঙ্গা চরণ দুখানি
জয়মাতা বোল সুভা জয় মা ত্রিনয়ণী
ভূতেশ্বরী প্রেতেশ্বরী প্রসুতির নন্দিনী
তুমি গৌরী মহেশ্বরী তুমি সিংহবাহিনী
তুমি তার ত্রিসংসার তুমি মাগো পাষাণী
দয়াবতী হেমবতী মহাবতী শিবানী
সুধীর বলে সবে মিলে পুজব চরণ দুখানি।

॥ রাধার উক্তি ॥

রং— বল বন্ধু ভুলব কেমনে
আমার ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে।
তুমি বন্ধু আমায় শুধু কাঁদাছ হে জীবনে
আমি নারী কেঁদে মরি তাপতি ও কুল প্রানে
প্রেমে মজা নয় সে সোজা যে জানে শ্যাম সে জানে
কি শয়নে কি স্বপনে কাঁদিতে তোমার বিনে
ওহে বন্ধু দেখ দেখি তর বিনে কি মন মানে
মন আগুনে মরি প্রাণে এই হেন সুধীর ভনে।

॥ কৃষ্ণের উক্তি ॥

রং— রাখবি যদি বল ভালবাসা
তবে কিনে দিব কাম পাশা
কিনে দিব ফুলান শাড়ী পাড়েতে জরি বসা
আর কিনে দিব তবে নাকফুলে পাথর বসা
বুঝ তুমি তোমার আমি কত না ভালবাসা
তোমার সনে চিরদিনে থাকব আমার এই আশা
নয়ণ ভরে বললো মোরে কি গো তোমার তামাশা
ওগো সখী বল দেখি মিটাবে না এই আশা
সুধীর ভনে কোন দিনে করবি না অন্যের আশা
মনে করি সহচরী নিয়ে যাব চাঁইবাসা।

॥ রাধার উক্তি ॥

রং — পিরীত করে নাই ভাল লাগে
বন্ধু তোমাকে না দেখিলে
কত ছলে মন মজালে কত কথায় ভুলালে
আমার প্রাণে হাঁসি দিয়ে চোখ ইশারাই ভুলালে
হাতে ধরে বললে কথা ছাড়ব নাগো তোমারে
এবার তুমি ভুলে গেলে থাকব বন্ধু কেমনে
সুধীর ভনে চিরদিনে থাকব যে বলে ছিলে
তুমি কেমন নিঠুর হলে আঁধা দিনে কাঁদালে।

॥ কৃষ্ণের উক্তি ॥

রং— তর পিরীতে মজিল গো মন
আমার ধৈর্য্য না ধরে জীবন।
আয় সজনী চাঁদ বদনী তর বিনে কি মানে মন
লোক মাঝারে দেখা হলে বলবেনা কথা তখন।
ওগো সখী বল দেখি ধৈর্য্য নারীর জীবন
সে কারণে ভাবি মনে রাখব না এ জীবন।
তোমার হাঁসি দিবানিশি জাগিছে গো সারাক্ষণ
নিশি কালে নিদ্রা আলে দেখি গো তোমায় স্বজন

সুধীর ভনে তোমার বিনে ধৈর্য্য নাইরে জীবন
ও রূপসী দিয়ে হাঁসি-শান্ত কর আমার মন।

॥ রাধার উক্তি ॥

রং— ভাব কর হে ভাবনা দিও না
বনধূ আমার জ্বালা রাখ না
প্রেমে ফাঁকি দিলে বনধূ তোমার সঙ্গে থাকব না
নইলে পরে অবশেষে যৌবন গেলে মিলবে না।
কেশ-কালো আকাশ কালো ব্রজের সবার জানা
আমার যৌবন ভালো শুনহে কালো সোনা।
মুদলে আঁখি কালো দেখি সেটা হে সবাই জানে
সেই তেমন না যৌবন আর হে জ্বালা দিও না
হাঁসি হাঁসি সঙ্গে ভাঁসি প্রেম করিব দুজনা
সুধীর বলে আশা দিলে আশা আমার পুরাও না।

॥ কৃষ্ণের উক্তি ॥

রং— ওগো সখি তোমার কারণে
আমার ঘুম ধরে না নয়ণে
ও রূপসি তোমার হাঁসি জাগেলো ক্ষণে ক্ষণে
নিশিকালে নিদ্রা আলে পড়েগো তোমায় মনে।
ও যুবতি প্রেমের রীতি ভুলব না জীবনে
নানা খেলা ব্রজবালা খেলেছি তোমার সনে
সরল দেখে তোমার বুকে মিলছি লো যৌবনে
সুধীর ভনে তোমার বিনে ধৈর্য্য কি ধরে মনে

॥ রাধার উক্তি ॥

রং— শিশুকালে পিরীতি করে
এখন ধৈর্য্য আমায় না ধরে।
তোমার আসে আছি বসে এ ঘোর অন্ধকারে
যৌবন বিষে জর জর বিঁধিছে হে পাঁজরে।
সরল দেখে তোমার বুকে মিলছে হে যৌবনে
নিজের স্বামীর ছেড়ে দিয়ে মজেছি হে অপরে

যৌবনের বাঁধ আছে ভরে ঢেউ মারে বারে বারে
সে ঢেউ সামলাতে নারি রাখিবলো কি করে।
গলায় মালা নাগর কালা পরাবে হে তোমারে
কেমনে থাকিব একা বলে অধম সুধীরে।

॥ কৃষ্ণের উক্তি ॥

রং— শুন বলি ওহে রাই কিশোরী
আমি তর বিনে রইতে নারী।

প্রেম পিরীতে মন ভুলাতে জানি নাগো সহচরী
কেমন ছলে মনটী ভুলে সেইটি হচ্ছে টিটকারী
প্রেম করিয়ে মন মজায়ে চাইলে না আমায় ফিরি
তোমার তরে ধৈর্য্য ধরে থাকতে আমি না পারি
কদিন ধরে তোমার তরে চোখ করি টারাটারী
বাঁধব তোরে প্রেম ডোরে ধরব লো জোর করি
তোমার তরে সুধীর মরে যাও চলে চট করি
নইলে পরে প্রেমের তরে কাঁদ লো সুন্দরী

॥ রাধার উক্তি ॥

রং— কোন মতে ধৈর্য্য না ধরে
আমি ধৈর্য্য ধরি কি করে।

ধৈর্য্য ধরে এ সংসারে থাকব বন্ধু কি করে
প্রেম সাগরে উঠছেরে ঢেউ তোমার হাঁসির লহরে
জ্বালি বাতি সারারাতি হেরিয়াছি তোমারে
আসবে বলে না আসিলে জাগে সদা অন্তরে।
দেখা হলে বলব তোরে আসবে না এ ধারে
এ জীবনে কোন দিনে মজব না সুধীরে।

॥ কৃষ্ণের উক্তি ॥

রং— শিখালি গো পিরিতী করা
আমি পিরিতী করে আধমরা

তোর পিরীতে ও সজনী আমি যে দিশাহারা
শেষের কালে কেমন ছলে হলিগো দিশেহারা

সেদিন মোরে প্রেম ভরে শিখালি পিরীত করা
তুই যে লো ভমরি আমার আমি কালো ভোমরা
ছল করিয়ে যাও চলিয়ে যেদিন গো পড়িব ধরা
এ যুবনে আমার প্রাণে যায় না গো ধৈর্য্য ধরা
তোর পিরীতে সুধীর মাজি হয়েছে দিশেহারা।

॥ রাধার উক্তি ॥

রং— ভালবাসা গেল রে জানা
ও ভাব করিনা আর করব না।
তোমার সঙ্গে ভালবাসা থাকবে কিনা জানিনা
সন্ধ্যাবেলা যুক্তি করে দিয়ে ছিলাম ঠিকানা
কাম সনে বিঁধে প্রাণে ধৈর্য্য আমার ধরে না
ও বাঁকা দাও হে দেখা গোপনে আর থাক না
বারে বারে তুমি আমারে কাঁদাও না কাঁদাও না;
আগে জানতাম যদি প্রেমেতে মজিতম না
কোন করে ধৈর্য্য ধরে থাকতে আমি পারিল না
সুধীর বলে প্রেম রাখিলে করবে কি অপর জনা।

॥ নাগর ॥

রং— আয় পিরীত করব দুজনা
ওগো ধৈর্য্য আমার ধরে না
কুরে আঁখি দেখ সখি কোনতে মন মানে না
শুন ধনি আদরিণী দহিছে শেল মদনা
ও যুবতী প্রেমের রীতি ভুলি না ভুলব না
তুমি আমার আমি তোমার শুন মনের বাসনা
বিনয় করি ও সুন্দরী আমায় ভুলে যেও না
বুঝা মনে জল বিনে মীন জীবনে বাঁচে না
ওগো সখী বল দেখি মনে কি তর পড়ে না
যুগল মিলন না হইলে সুধীরের মন মানে না।

॥ নাগরী ॥

রং—— কলঙ্ক ঘটাবি এবারে

বন্ধু ভালবি নাহে আমারে

খুঞে হরি ভরে হেরি অন্তরে ঘর ঘরে

আর এমন জ্বালাতন দিও নাহে আমারে

নাকে লুলুক ডুলক ডুলক নাকফুল তার উপরে

এই দেখিয়া পাড়ার লোকে কত কি বলে মোরে

শুন বলি প্রান বঁধু ধৈর্য্য ধর অন্তরে

সাঁঝের বেলা ওহে কালা যাব আমি বাহিরে

নানা লোকে নানা কথা বলে বন্ধু আমারে

সুধীর বলে ধৈর্য্য ধরে রইব আমি কি করে।

॥ নাগর ॥

রং — আমার আশা করগো পুরণ

ও ভাব কর আমি তোমায় সন

যৌবন কালে প্রেম করিলে লাগে বড় অকারণ

সময় সুযোগ চলে গেলে হেরে না কোন জন

শুন বলি ও সুন্দরী আশা করি এ যৌবন

নৈরাশ না কর ধনি আশা করগো পুরণ

ও তোমার রূপের গুনে ঘুম আসে না তুনয়ণ

ভবিষ্যতে ঘুমায় রাতে দেখা পাই তোমায় স্বপনে

তোর পিরীতির এমনি রীতি ধৈর্য্য না ধরে জীবন

সুধীর বলে একা পালে কহিতাম এ বচন।

॥ রঙ্গ সঙ্গীত ॥

ও পান খাবি ত ভেগুর দোকানে

ও পান বনাচ্ছে হে চার জনে

তাহার দোকান আছেরে ভাই ট্যাক্সীষ্ট্যাণ্ড যেখানে

আবার বলে দিচ্ছি ওরে পোষ্ট অফিসের মোড় খানে

পান খাতে হো'বেছে মজা যে খাইছে সে জানে

তাহার পানে লাগে নেশা কাল ছুটী নয়ণে

পান বনাছে পান বিকাছে পয়সা নিচ্ছে একজনা

সুধীর জন্ম কোন দিনে দেখিনা এ নয়ণ।

রং — নকল চাবি উঠল দোকানে
বিড়ি খাবি তোরা সাবধানে
নানা রকম নানা বিড়ি করছে হে জনে জনে
চাবি লেবেল করে দিয়ে মেল করিছে গোপনে
দেশের অন্ন লুকারে ওরে ধনি বেইমানে
ভারত নারীর বস্ত্র হরণ করেরে দুঃশাসনে
চাবি বিড়ি ছেড়ে দিয়ে মজেছে হে নবীনে
এরা বড় বিশ্বাস ঘাতক এই কবি সুধীর ভনে।

॥ নাগরী ॥

রং — দুদিনাপরে গেলরে জানা
অ-ভাব রাখতে তুমি জাননা।
তোমার সনে পলাশ বনে প্রেম করিছে দুজনা
কাম সরে বিঁধে মরে ধৈর্য্য আমার ধরে না
প্রেম পিরীতের এমনি রীতি লুকানো আর থাকে না
কলিকালে যেরূপ চলে নব প্রেমের ছলনা
কোন ছলে প্রেম লুকালে লুকানো আর থাকে না
তোমার বিনে ধৈর্য্য ধরে থাকতে আমি পারি না
হায় কি করি গুমরে মরি বাহিরে যেতে হয় মানা
সুধীর ভনে কোনদিনে এমন কাজ আর করব না।

॥ কবির ঠিকানা

রং — শুন কবি করের ঠিকানা।
আমার উঁচালী হয় গ্রামখানা
পোঃ অফিস হয় কেতিকা পুকুলিয়াতে হয় থানা
শুন শুন এই নিবেদন আমরা করি দুজনা
আমরা দুজন আশা করি করেছি এই বইখানা
পড়বে যারা বুঝবে তারা কেমন মোরা দুজনা
আমরা যদি নমুহে কবি করহ বিবেচনা
সুধীর ভনে কোনদিনে টুসুর গানে মজব না।

॥ নমস্কার ॥